বিষয় : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

আলোচক

প্রফেসর ড. মো: আহসান হাবীব

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ,যশোর

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ...

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি
- বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুরুত্ব আরোপ
- গভীর শিখন (Deep learning) ও তার প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান
- মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে অগ্রাধিকার প্রদান
- খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব প্রদান
- নির্দিষ্ট দিনের শিখনকাজ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনন্দময় কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে হোম ওয়ার্কের চাপ কমানো
- নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন। যেখানে প্রচলিত পেশার তিনভাগের দুইভাগ ২০৩০ সালের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ৬৫% শিক্ষার্থী যারা এখন প্রাথমিক শিক্ষায় আছে তারা কর্মজগতে প্রবেশ করে যে কাজ করবে তা এখনো অজানা।
- কোভিডের মতো মহামারী, স্থানীয় ও বৈশ্বিক অভিবাসন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, সংঘাত, প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, জীবিকার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ভৌগোলিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন।
- এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ।
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য বিধান।

শিক্ষায় পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের প্রভাব

- ১০২টি দেশের শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫১টি দেশ ইতোমধ্যে এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে পরিমার্জন করে রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করছে।
- ওইসিডি (OECD) তার ৩৭টি সদস্য দেশ ও সহযোগী দেশসমূহের জন্য যে শিক্ষা রূপরেখা-২০৩০ প্রণয়ন করেছে সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের এই পরিবর্তনকে গ্রহণ ও সুপারিশ করেছে।
- দক্ষিণ এশিয়াতে শ্রীলংকা, ভুটান এবং সম্প্রতি ভারত তাদের শিক্ষানীতিতে একই ধারায় পরিবর্তন করেছে।
- শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের লক্ষ্যে এনসিটিবি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা, কর্মশালা, অংশীজনের মতামত ও উন্মুক্ত মতবিনিময়ের ফলাফলেও একই ধরনের পরিবর্তনের সুপারিশ পাওয়া গেছে।

ভবিষ্যতের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা কঠিন বরং রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতায় শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলাই হচ্ছে সঠিক প্রস্তুতি, যেন তারা নিজেরাই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে টিকে থাকতে পারে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ উন্নয়ন প্রক্রিয়া

- **প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা নিরূপন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।**
- **খসড়া রূপরেখা উন্নয়ন**
  - কারিগরি কর্মশালা
  - শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া
- **খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখার ওপর মতামত গ্রহণ ও পরিমার্জন**
  - সারা দেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, বিভিন্ন পেশাজীবী, এফবিসিসিআই, ইউজিসি, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রী মহোদয়গণ, সংসদ সদস্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ ৮০০ জনের অধিক অংশীজনের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ
  - ওয়েবসাইটে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্মুক্ত করে সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ
  - সামগ্রিক মতামতের ওপর ভিত্তি করে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়ন

- **শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটি (CDRCC) এবং এনসিটিবি'র বোর্ডসভা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ**
- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন**
- **শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন**
- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এনসিসিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের এনসিসিসি কর্তৃক অনুমোদন।**

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: ২০২১
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১: প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

যোগ্যতা -

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা

যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি হলোঃ

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা

- মানবিক মর্যাদা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি

- জাতীয়তাবাদ
- সমাজতন্ত্র
- গণতন্ত্র ও
- ধর্মনিরপেক্ষতা

দক্ষতা	
শিখতে শেখার দক্ষতা	সূক্ষ্মচিন্তন (Critical thinking) সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) সমস্যা সমাধান (Problem solving)
ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের দক্ষতা	স্ব-ব্যবস্থাপনা (Self-management) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) যোগাযোগ (Communication)
ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা	জীবন ও জীবিকার দক্ষতা (Life & Livelihood) সহযোগিতা (Cooperation) বিশ্ব নাগরিকত্ব (Global citizenship)
মৌলিক দক্ষতা	মৌলিক সাক্ষরতা, (Literacy & Numeracy) ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy)

জ্ঞান

- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান
- আন্তঃ বিষয়ক জ্ঞান
- বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান
- পদ্ধতিগত জ্ঞান

দৃষ্টিভঙ্গি

- নিজ সম্পর্কে ধারণা
- ইতিবাচক সামাজিক রীতি সম্পর্কিত বিশ্বাস
- আত্মবিশ্বাস

মূল্যবোধ

- দেশপ্রেম (Patriotism)
- সম্প্রীতি (Harmony)
- পরমতসহিষ্ণুতা (Tolerance)
- শ্রদ্ধা (Respect)
- সংহতি (Solidarity)
- শুদ্ধাচার (Integrity)
- বৈচিত্রের প্রতি সহমর্মিতা

১০ টি যোগ্যতা

মূল যোগ্যতা (Core Competency)

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

মূল যোগ্যতা (Core Competency)

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ

	স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ			
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়	প্রাথমিক	মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-দশম)	কারিগরি ও মাদ্রাসা	মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ)
সমন্বিত বিষয়	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ৬. ধর্মশিক্ষা ৭. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৮. শিল্পকলা	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ৬. জীবন ও জীবিকা ৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি ৮. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৯. ধর্মশিক্ষা ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহের সাথে মাদ্রাসায় কুরআন, হাদিস ইত্যাদি এবং কারিগরিতে ট্রেডের বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয় থাকবে।	আবশ্যিক বিষয় - ৩ টি নৈর্বাচনিক বিষয়: যেকোনো তিনটি শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় তালিকা থেকে যেকোনো তিনটি বিষয় নেয়ার সুযোগ থাকবে প্রায়োগিক বিষয়: যেকোনো একটি পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহ থেকে যেকোনো একটি বিষয় নেয়ার সুযোগ থাকবে

দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো বিভাগ (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা) থাকবে না।

নবম ও দশম শ্রেণিতে জীবন ও জীবিকা বিষয়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনে দক্ষতা অর্জন করবে এবং দশম শ্রেণি শেষে যেকোনো একটি অকুপেশনে কাজ করার মতো পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করবে।

শিখন-শেখানো কৌশল

- প্রেক্ষাপটভিত্তিক, সক্রিয় এবং **অভিজ্ঞতাভিত্তিক।**
- হাতে কলমে শিখন, প্রকল্প এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ।
- অনলাইন ও মিশ্র শিখন।
- শিক্ষক সহায়তাকারী এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।
- শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয়সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তব জীবনধর্মী সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ ।
- শিখন পরিবেশ সহায়তামূলক, একীভূত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী।
- শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক।

শিখন সময়

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, মোট কর্মদিবস ১৮৫ দিন

প্রাথমিক

শ্রেণি	মোট শিখন ঘন্টা
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়	৫০০
১ম থেকে ৩য়	৬৩০
৪র্থ থেকে ৫ম	৮৪০

মাধ্যমিক

শ্রেণি	মোট শিখন ঘন্টা
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম	১০৩০
৯ম থেকে ১০ম	১১০০
১১শ থেকে ১২শ	১১৫০

- শুধু জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দিবসগুলো পালন করবে।
- ওইসিডি ও এর সহযোগী দেশের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ৯১৯ ঘন্টা (প্রস্তাবিত ১০৩০)।
- ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের বাৎসরিক গড় কর্মদিবস হলো ১৮৫ এবং ইউরোপিয়ান ২৩টি দেশের বাৎসরিক গড় কর্মদিবস হলো ১৮১ দিন। এই প্রেক্ষিতে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি হিসেব করে প্রস্তাবিত মোট কর্মদিবস আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূল্যায়ন

- মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো **শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন** ও সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর **শিখনের মূল্যায়নের** ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা এবং পারদর্শিতা।
- শিক্ষাক্রমে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের যে সকল বিষয় অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো-
  - যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
  - শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ;
  - স্ব-মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, মূল্যায়নে অভিভাবক ও সমাজের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ;
  - মুখস্থনির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
  - শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

D/Murshid/NCTB/NCF2021

স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল

মাধ্যমিক		
৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি	৯ম - ১০ম শ্রেণি (পাবলিক পরীক্ষাসহ)	১১শ - ১২শ (পাবলিক পরীক্ষাসহ)
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্মশিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০%	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্মশিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন ৫০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫০% **শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে দশম শ্রেণি শেষে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর পাবলিক পরীক্ষা/ মূল্যায়ন**	**আবশ্যিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন : ৩০% সামষ্টিক মূল্যায়ন: ৭০% **নৈর্বাচনিক/বিশেষায়িত বিষয়:** কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে; **প্রায়োগিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন- ১০০% একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর প্রতি বর্ষশেষে একটি করে পরীক্ষা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন

- শিক্ষার্থীর মাঝে সমস্যা খোঁজার পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিবন্ধকতাকে শনাক্ত ও দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ
- জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রময়তা প্রস্ফুটিত করার উদ্যোগ নেওয়া
- শিক্ষাক্রমে নমনীয়তার মাধ্যমে ভিন্নভাবে সমর্থ **(Differently abled)** শিশু ও তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের জন্য প্রবেশগম্যতা, ভাব বিনিময় কৌশল, বহু ইন্দ্রিয়মুলক শিখন শেখানো কৌশল এবং বহুমাত্রিক মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ
- অতি মেধাবী শিশুদের শিখন-চাহিদা, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিখনের প্রসার, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য নমনীয় শিক্ষা, তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং দুর্যোগ, মহামারী বা অতিমারীর সময় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
- আন্তর্জাতিক বা আদর্শ মানদণ্ডগুলো অনুসরণ; যেমন: **Universal Design for Learning (UDL)** |

শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এর নতুন সংযোজনসমূহ

- ❑ যোগ্যতা ও দক্ষতানির্ভর শিক্ষাক্রম
- ❑ মুখস্থনির্ভরতা বা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার প্রতি গুরুত্বারোপ
- ❑ একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি
- ❑ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা
- ❑ প্রাত্যহিক জীবনে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়মিত চর্চা
- ❑ পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সুনাগরিকের জীবনাচরণ চর্চা
- ❑ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি উদ্ভাবনকারী হিসেবে গড়ে তোলা
- ❑ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বারোপ
- ❑ শিক্ষার্থীর আবেগিক বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রস্তাবিত মূল পরিবর্তনসমূহ

- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না);
- পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে, পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দিয়ে দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পারদর্শিতা অর্জন নিশ্চিত করা ও মুখস্থনির্ভরতা কমানোর জন্য শিখনকালীন মূল্যায়ন
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনের ওপর পেশাদারি দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক
- সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন;
- শিক্ষার্থীর অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়ের পাশাপাশি মাদ্রাসা ও কারিগরি শাখার বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয়।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা বাস্তবায়নে যা আবশ্যক-

- পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ (Time bound) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বেই শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও আইটি অবকাঠামো এবং বিজ্ঞান ও সামাজিক ল্যাব প্রতিষ্ঠ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা, কৃষি ও শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট অকুপেশনাল দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ল্যাব ও যন্ত্রপাতি) উন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগ
- কারিগরি স্কুল ও কলেজের (TSC) সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, স্থানীয় সরকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সর্ম্পক স্থাপন
- শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কার্যকর মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে শিখনকালীন মূল্যায়ন কাঠামো ও ব্যবস্থা প্রণয়ন
- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন
- শিক্ষকের ক্ষমতায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

D/Murshid/NCTB/NCF2021